বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় স্পীকার,

আপনার সদয় অনুমতিক্রমে আমি এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করছি। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিগত আড়াই বছরে সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারসহ অর্থনৈতিক এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা সর্বজনবিদিত। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে যদি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত না হয়, তাহলে সে প্রবৃদ্ধি হবে অর্থহীন। তাই বিএনপি সরকার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মহান নেতৃত্বে যে উন্নয়নের রূপরেখা প্রবর্তন করেছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিয়ে দারিদ্র বিমোচন করা।

মাননীয় স্পীকার,

২। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রাক্কালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হিসাবে তেইশ বছর আগে ১৯৮০-৮১ সালের আমার প্রথম বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, ''এই পরিকল্পনাটি শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধনের নকশা নয়, এই পরিকল্পনা আমাদের বঞ্চিত দেশের, আমাদের নিঃস্ব জনগণের ভাগ্য ও ভূমিকার আমূল পরিবর্তনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। . . . আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা গ্রামের জনগণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দিকে টেনে আনার বদলে উন্নয়ন প্রক্রিয়াটিকে নিয়ে যেতে চাই জনগণের কাছে।''

মাননীয় স্পীকার,

৩। ১৯৮০-৮১ সালেই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম শুধুমাত্র কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন সম্ভব হবে না। দারিদ্রের প্রকৃতি আরও ব্যাপক। কর্মসংস্থানের সুযোগসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা যথেষ্ট পরিমাণে পৌঁছাতে পারলেই সামগ্রিকভাবে দারিদ্র নিরসন সম্ভব। তাই ১৯৮০-৮১ সালের বাজেট বক্তৃতায় আমি আরও বলেছিলাম, ''গ্রামের জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করা আমাদের পরিকল্পনার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। . . . জনস্বাস্থ্যের নিরন্তর উন্নতি না ঘটলে একদিকে জনগণ যেমন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ করতে পারেন না, অন্যদিকে তেমনি উন্নয়নের সুফল উপভোগ করার ক্ষমতাও তাঁদের থাকে না, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাঁদের জন্য অর্থহীন হয়ে পড়ে।'' নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আমার ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, ''সমাজের অর্ধেক জনশক্তি অবহেলিত ও উন্নয়নের সুফল হতে বঞ্চিত হলে সে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল ধারার সাথে নারীসমাজকে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সম্পৃক্ত করতে হবে।''

জনাব স্পীকার,

৪। পল্লী উন্নয়ন ও সার্বিকভাবে দারিদ্র নিরসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে দর্শন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সূচনা করেছিলেন, সেই দর্শনকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণীত এবং বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এই মূল দর্শন থেকে আমরা কখনও বিচ্যুত হইনি, বরং এই দর্শনকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের কৌশলকে আমরা যুগোপযোগী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ লক্ষ্য করবেন যে, দু'দশকেরও বেশী সময় পূর্বে বিএনপি সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মসূচী সম্প্রতি ২০০২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বের দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে ঘোষিত Millennium Development Goal -এর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

মাননীয় স্পীকার,

৫। এ বছরের বাজেট নিয়ে দশমবার এই মহান সংসদে বাজেট পেশ করার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগোন্নয়নকে মূল লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করে দশবার বাজেট প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি পরম করুণাময় আল্লাহতালার কাছে শুকরিয়া জানাই। আমাকে এই বিরল সুযোগ প্রদানের জন্য আমি পরম শ্রদ্ধা জানাই স্বাধীনতার মহান ঘোষক এবং দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বিএনপি সরকার কর্তৃক যে বাজেট প্রণয়ন করা হবে তাতেও প্রতিফলিত হবে এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি এবং তা অর্জনের রূপরেখা।

মাননীয় স্পীকার,

৬। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে মানব-দারিদ্র (Human Poverty) নিরসন সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। সম্প্রতি UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report, 2003 এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্নমান Human Development Index ভুক্ত দেশসমূহ থেকে মধ্যমানের Human Development Index ভুক্ত দেশসমূহে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার Millennium Development Goal আমরা ইতোমধ্যেই অর্জন করেছি। প্রায় ৯৭ শতাংশ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান আমরা নিশ্চিত করেছি। প্রাথমিক শিক্ষার এ হার উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু এবং অপুষ্টির হার হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

মাননীয় স্পীকার,

৭। আয়-দারিদ্র (Income Poverty) নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাঁদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করা। আয়-দারিদ্র হ্রাস করার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বিগত দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই সময়ে আয়-দারিদ্রের হার ৫৮.৮ শতাংশ থেকে প্রায় ৪৯.৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং দারিদ্র নিরসনের জন্য বিএনপি সরকার বহুপূর্বে যে উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রমের সূচনা করেছিল তা অব্যাহত থাকলে প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনে আমরা আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম।

জনাব স্পীকার,

৮। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, বিএনপি কর্তৃক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনের জন্য উদ্ভাবিত দর্শনের ধারাবাহিকতায় এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত Millennium Development Goal এর আলোকে বর্তমান অর্থ বছর থেকে আমরা তিন বছর মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। তিন বছর ভিত্তিক এই আবর্তক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৫ সাল নাগাদ আমরা যে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করব তা হচ্ছে- ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে হ্রাস করা, চরম দারিদ্র নির্মূল করা, সকল শিশুকে মান সম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগের সমতা অব্যাহত রাখা এবং শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু ও অপুষ্টির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।

মাননীয় স্পীকার,

৯। দারিদ্র নিরসনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বছরে গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ অর্জন করতে হবে। কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বহুমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রথম বছরে বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে এবং সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসনের পূর্বশর্ত, তাই বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করে এবং নমনীয় শর্তে বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে হবে। বর্তমানে আমাদের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত ১০.৫ শতাংশ এবং ব্যয়/জিডিপি অনুপাত ১৪.৫ শতাংশ। দারিদ্র নিরসন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য উভয় অনুপাতই বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে এনজিওসহ বেসরকারি খাত যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং দারিদ্র নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন কৌশল

জনাব স্পীকার,

১০। আমরা তিন বছর মেয়াদী যে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি তা জনগণের সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে। দারিদ্র নিরসনকে সকল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত করে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনাটি আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে পুনরায় মাঠ পর্যায়সহ সকল স্তরের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

জনাব স্পীকার,

১১। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং Millennium Development Goal অর্জনের লক্ষ্যে আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল গ্রহণ করেছি। এ সকল নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এই নীতি ও কৌশলের একটি চিত্র আমি এই মহান সংসদে পেশ করতে চাই:

- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, সেচ, যথাযথ মানের সার সরবরাহ এবং শস্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে।
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কৃষি ভর্তুকি ও কৃষি খাতে অন্যান্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।
- কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং গ্রামীণ নানাবিধ অ-কৃষি খাতে প্রযুক্তি এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রবাহ সম্প্রসারণ করা হবে।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে জামানতবিহীন এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।
- শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করে যুক্তিসঙ্গত সুদে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে।
- প্রতিটি খাতে উদ্যোক্তা এবং যোগ্য শ্রমিক সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।
- গ্রামীণ রাস্তাঘাট, কালভার্ট, সেতু, পল্লী বিদ্যুৎ, রেল ও নৌ-পরিবহনকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে।
- জ্বালানী, বিদ্যুৎ, সড়ক, রেলওয়ে, নৌ-পরিবহন. টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে সরকারের বিনিয়োগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা হবে এবং এই বিনিয়োগের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা হবে।
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিডি, ভিজিএফ কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণ করা হবে।
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হবে এবং নতুন উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- দেশের গৃহহীন দরিদ্র নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত গৃহায়ণ কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ করা হবে।
- সমাজের অতি দরিদ্র (Hardcore poor) জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন কার্যক্রম গৃহীত হবে।
- মানব-দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে বাজেট বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে। এই বরাদ্দের সুফল যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা হবে।
- দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমে সরকারি উদ্যোগের পাশাপশি এনজিও এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)-দের প্রচেষ্টাকে আরও উৎসাহিত করা হবে।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং শ্রমঘন শিল্পোন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোগকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হবে।

সার্বিকভাবে সকল নীতি ও কৌশলের মূল লক্ষ্য হবে পল্লী উন্নয়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

জনাব স্পীকার,

১২। দারিদ্র নিরসন সহায়ক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব আঙ্গিকে এবং গতিতে এই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করব। কিন্তু আমরা এমন কোন সংস্কারে বিশ্বাসী নই যে সংস্কার দরিদ্র এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যায্য স্বার্থে আঘাত হানে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের নিজেদের উদ্ভাবিত মডেল অনুযায়ী আমরা পর্যায়ক্রমে এমন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করব যা দারিদ্র নিরসনে সহায়ক হয় এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস করে।

মধ্যমেয়াদী অর্থনৈতিক কাঠামো

জনাব স্পীকার,

১৩। দারিদ্র নিরসন সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার মধ্যমেয়াদী সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। এই সমষ্টিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ঃ

- জিডিপির প্রবৃদ্ধি বর্তমানের ৫.৫২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ৬ শতাংশে এবং ২০০৭-০৮ সালে ৭ শতাংশে উন্নীত হবে;
- রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত বর্তমান ১০.৫ শতাংশ থেকে ২০০৭-০৮ সালে ১২ শতাংশে উন্নীত হবে;
- সরকারী ব্যয়/জিডিপি অনুপাত বর্তমানের ১৪.৫ শতাংশ হতে ২০০৭-০৮ সাল নাগাদ ১৬.২ শতাংশে দাঁড়াবে;
- বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৪.২ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে এবং মূল্যস্ফীতি গড়ে বছরে ৪.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা হবে।
- বাজেটে দারিদ্র নিরসনের জন্য ব্যয় প্রতি বছর গড়ে জিডিপি'র কমপক্ষে এক শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

১৪। এই মধ্যমেয়াদী সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোটি বাস্তবায়নের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী যে সকল বাধা ও ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতি সম্পর্কে মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য আমি কিছুটা আলোকপাত করতে চাই:

(১) জানুয়ারী ২০০৫ থেকে MFA বিলুপ্তির ফলে তৈরী পোষাক শিল্পে কোটা থাকবে না। এর ফলে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের market share অক্ষুন্ন রাখা বা আরও বৃদ্ধি করার জন্য বিশ্ব বাজারে অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের পোষাক শিল্পের উদ্যোক্তাগণ এই শিল্পের বিকাশে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন এবং আমরা আশা করি তাঁদের অভিজ্ঞতা, মেধা, প্রজ্ঞা এবং উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁরা অধিকতর প্রতিযোগী হয়ে বিশ্ব বাজারে এই শিল্পের সম্প্রসারণে সক্ষম হবেন। তবে স্বল্প মেয়াদে MFA বিলুপ্তির ফলে এই শিল্পের রপ্তানি এবং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উপর কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব আসতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সরকার ইতোমধ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় সমন্বয় কাউন্সিল গঠন করেছে। এই কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) রপ্তানি বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিন বছর মেয়াদী রপ্তানি নীতি ২০০৩-০৬ ঘোষণা করা হয়েছে। রপ্তানির বহুমুখীকরণ ও পশ্চাদ-সংযোগ শিল্প (backward linkage industries) স্থাপন আরও উৎসাহিত করা হবে। উল্লেখ্য, বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার (market access) অর্জনের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এর ফলে ইতোমধ্যে কানাডার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ১৪০ শতাংশ। বিভিন্ন সেক্টরে সরকারের নগদ রপ্তানি সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

(৩) মধ্যমেয়াদী অর্থনৈতিক কাঠামো বাস্তবায়ন নির্ভর করবে প্রয়োজনীয় দেশীয় সম্পদ আহরণ ও বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির উপর। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগের জন্য দেশীয় সম্পদ ও বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া না গেলে প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। প্রক্ষেপণ (Projection) অনুযায়ী দেশীয় সম্পদ সংগ্রহ করার পদক্ষেপসমুহ আমার বাজেট বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্বে আমি উল্লেখ করব। বৈদেশিক সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(৪) আমাদের চাহিদা অনেক। কিন্তু সম্পদ সীমিত। জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সীমিত সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের ব্যর্থতা আমাদের দারিদ্র নিরসনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনকে বিঘ্নিত করবে। তাই গতানুগতিক পদ্ধতিতে এবং অতীতের ধারাবাহিকতায় দারিদ্র নিরসনের মূল লক্ষ্যকে প্রাধান্য না দিয়ে অহেতুক উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রবণতা আমাদেরকে পরিহার করতে হবে।

(৫) বাজেটে অনুমোদিত বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রতিটি সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। লক্ষ্য অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার সম্ভব না হলে এবং অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হলে প্রস্তাবিত সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া যুগোপযোগী ও সহজীকরণের কাজ সরকার প্রায় চূড়ান্ত করেছে যাতে করে বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি এই পদক্ষেপসমূহ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

(৬) বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি একটি চলমান চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিদ্যমান থাকবে। বিনিয়োগ নিবন্ধন, বিনিয়োগ পরিসংখ্যান, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার দেশে একটি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। ২০০২ অর্থ বছর থেকে বর্তমান অর্থ বছরের ১১ মাসে নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ তৎপূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মোট নিবন্ধনকে অতিক্রম করে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০০৩ পঞ্জিকাবছরে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আশা করি ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, আর্থিক খাতের চলমান সংস্কার, বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক e-Governance কার্যক্রম প্রবর্তনের ফলে দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

(৭) অর্থনৈতিক মৌলভিত্তি যতই সুদৃঢ় হোক না কেন, অর্থনীতি বহির্ভূত (non-economic) পরিবেশ যেমন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন এবং সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে আমাদের কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসন কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হবে। সরকার সকল অর্থনীতি বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এই পরিবেশের অধিকতর উন্নয়নের জন্য সরকারের চলমান কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে। অতি সত্বর স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যক্রম শুরু করবে। টেলিযোগাযোগ ও জ্বালানী খাতে রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে Public Procurement Guidelines প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে। সংঘাতময় রাজনীতি ও নিরাপত্তাহীনতা অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি বহির্ভীত উভয় পরিবেশের উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। তাই এ ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিক উদ্যোগের পাশাপাশি সকল রাজনৈতিক দল এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য হবে।

সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ধারা

জনাব স্পীকার,

১৫। বাজেট অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের প্রধান বাহন। তাই ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা কি সাফল্য অর্জন করেছি সে সম্পর্কে আমি আলোকপাত করতে চাই। পূর্ববর্তী বছরের ৫.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পর এ বছর মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৫.৫২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত নয় মাসে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে বৃদ্ধি ছিল ৬.২ শতাংশ। এ সময়ে আমদানি বৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৪ শতাংশ, পূর্ববর্তী বছরের বৃদ্ধি ছিল ৭.৪ শতাংশ। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের ১১.৪ শতাংশ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে এই একই সময়কালে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি খাতে ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিক ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অক্টোবর ২০০১-এ আমাদের ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে ছিল ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখন এই রিজার্ভ ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে যা তিন মাসের আমদানি দায় পরিশোধের জন্য যথেষ্ট।

১৬। বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে বেসরকারি খাতের উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত মেয়াদী শিল্প ঋণের বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৩.৯ শতাংশ, যা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও বেগবান হয়ে উঠার ইঙ্গিত বহন করে। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেল ও খাদ্যজাতীয় বিভিন্ন আমদানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রথমার্ধে মূল্যস্ফীতির কিছুটা উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। মূল্যস্ফীতি পরিমিত রাখার জন্য শুল্কহার পুনঃনির্ধারণের মত অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে সতর্ক ও সংযত মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে মূল্যস্ফীতি নিম্নগামী হয় এবং মার্চ ২০০৪ মাসে তা কমে ৫.৯ শতাংশে

দাঁড়িয়েছে।

২০০৩-০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট

মাননীয় স্পীকার,

১৭। আমি এখন চলতি ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৬১৭১ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা ৩৫৪০০ কোটি টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত বাজেট পরবর্তী সময়ে কতিপয় পণ্যের শুল্ক হ্রাস করায় এবং কতিপয় সংস্থার নিকট থেকে বকেয়া রাজস্ব আদায় না হওয়ায় রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করতে হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারিত ছিল ২০৩০০ কোটি টাকা। কিছু সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ১৯০০০ কোটি টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়সহ ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে সর্বসাকুল্য ব্যয়ের বাজেট ছিল ৫১,৯৮০ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ৪৯৩৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ফলে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৪.৮ শতাংশের স্থলে ৪.২ শতাংশে দাঁড়াবে।

২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেট

জনাব স্পীকার,

১৮। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪১৩০০ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ বেশী। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ২২০০০ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশী। এ ছাড়া আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক প্রকল্প ও উন্নয়ন ব্যয় বাবদ ৯৭৯ কোটি টাকা এবং রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের জন্য ৮৬০ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে আগামী অর্থ বছরে উন্নয়ন সংক্রান্ত মোট ব্যয় দাঁড়াবে ২৩৮৩৯ কোটি টাকা। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে দারিদ্র নিরসন সহায়ক এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন কৃষি, সেচ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী, শিশু ও যুব উন্নয়ন, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, ভৌত অবকাঠামো, রেল ও নৌ-পরিবহন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ প্রযুক্তি, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানিমুখী বাণিজ্যের সহায়ক খাতসমূহকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

১৯। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৫৫.৫ শতাংশ আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে যোগান দেয়া হবে এবং ৪৪.৫ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পাওয়া যবে। অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়সহ ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে সর্বসাকুল্য ব্যয় দাঁড়াবে ৫৭২৪৮ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশী। আগামী অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের জন্য উন্নয়ন বাজেটের ৬২ শতাংশ এবং অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৪২ শতাংশ ব্যয়িত হবে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে জিডিপির ৪.৩ শতাংশ।

জনাব স্পীকার,

২০। আমি এখন দারিদ্র নিরসন-সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আমাদের সরকারের অনুসৃত নীতি ও কৌশল এবং জাতির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৪-০৫ সালের বাজেটভুক্ত কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনা তুলে ধরতে চাই।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা

মাননীয় স্পীকার,

২১। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট ৭৬৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই বরাদ্দ বর্তমান বছরের মূল বাজেট হতে ৯৪০ কোটি টাকা বেশী এবং সর্বমোট বাজেটের ১৩.৪ শতাংশ। ফলে শিক্ষা খাত বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাবে। উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে ৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩০৭১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা সর্বমোট ২৮১৬৮ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেছি। এ ছাড়া নবসৃষ্ট ৪০১৭ টি পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময়মত পাঠ্য পুস্তক তুলে দেয়া নিশ্চিত করেছি। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির পরিবর্তে দেশব্যাপী প্রাথমিক উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তনের ফলে প্রায় ৫৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবার উপকৃত হচ্ছে।

২৩। প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত সম্প্রসারণের পাশাপাশি গুণগত মান অর্জনের জন্য প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ বছর মেয়াদি "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২" বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৩৫ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ, ৩০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণসহ প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার, ৯০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রায় ৪০ কোটি পুস্তক সরবরাহ করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আমরা প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ বছর মেয়াদি "রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৬০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়নের প্রায় বিশ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং তাদেরকে শ্রেণীভেদে বিভিন্ন হারে শিক্ষা সহায়ক অনুদান প্রদান করা হবে।

জনাব স্পীকার,

২৪। প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক/দাখিল ও উচ্চ মাধ্যমিক/আলীম পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলেও এ সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ও মাসিক বৃত্তির পরিমাণ দীর্ঘ দিন যাবত অপরিবর্তিত রয়েছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আগামী ২০০৪-০৫ অর্থ বছর হতে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের বৃত্তির সংখ্যা ৩৫ হাজার হতে দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি করে ৭৭ হাজারে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। একই সঙ্গে মাসিক বৃত্তির পরিমাণও ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

২৫। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের ৬৭৬৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৪১০টি মাদ্রাসা, ৮৪৮টি কলেজ ও ৪৪৮টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত সুযোগ-সুবিধা তৈরী করা হচ্ছে। নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৪৫ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান, ছাত্রীদেরকে বেতন মওকুফ সুবিধা দেয়া এবং বই কেনা ও পরীক্ষার ফি পরিশোধের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বাবদ বাৎসরিক প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চারটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং চারটি বিআইটিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৬। জাতীয় শিক্ষা কমিশন ইতোমধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেছে। শিক্ষা খাতের সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার কমিশনের সুপারিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবে।

স্বাস্থ্য

জনাব স্পীকার,

২৭। স্বাস্থ্য খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় আরো ৮১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩৭৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর স্বাস্থ্য খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান হাসপাতালসমূহের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, ডাক্তার, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট ও স্বাস্থ্য সহকারীসহ সকল পর্যায়ের শূন্য পদসমূহ পূরণ, নতুন পদ সৃষ্টি, হাসপাতালসমূহের জন্য ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছি। দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ৬টি মেডিকেল কলেজ এবং দুইটি প্রতিষ্ঠানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে ৭টি নতুন মেডিকেল কলেজ এবং ৮টি হেলথ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৯। স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ এবং সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত ৯৪১০ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির (এইচএনপিএসপি) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে এবং যেসকল এলাকা তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত সেসকল এলাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা পৌছানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩০। Millennium Development Goal অনুযায়ী মাতৃমৃত্যুর হার ৭৫ শতাংশ হ্রাস করার লক্ষ্যে এ বছরের জুলাই মাস থেকে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে একটি নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এই কর্মসূচির আওতায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে দেশের ২১টি উপজেলার দরিদ্র মহিলাদের মাতৃস্বাস্থ্য নিশ্চিত কল্পে ভাউচারের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহ বিনামূল্যে প্রসূতিপূর্ব এবং পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবে।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

কৃষি

মাননীয় স্পীকার,

৩১। কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং অন্যান্য উপায়ে কৃষক সমাজকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি যা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এ গুলো হচ্ছে:

- কৃষি ঋণের সুদের হার ৮% এ হ্রাস করা হয়েছে;
- ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করা হয়েছে এবং দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে ১৫ লক্ষ কৃষক প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সুদের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং নতুন ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।
- সেচ কার্যে ব্যবহৃত বিদ্যুৎসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে;
- বর্তমান জোট সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষি পণ্য রপ্তানি সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে;
- চলতি অর্থ বছরের মে মাস পর্যন্ত ৩৫০০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশী।

জনাব স্পীকার,

৩২। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১৭৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৮৬৭ কোটি টাকা বেশী। আগামী অর্থ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং সেচ কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে। আগামী অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত ১৬টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৩৩। আমি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে কৃষি ভর্তুকিসহ বিশেষ কৃষি সহায়তা কার্যক্রম এবং কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদানের বিষয়ে আমার প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

- বিগত সরকারের সর্বশেষ বাজেটে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল মাত্র ১০০ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ইতোমধ্যে তিন গুণ বৃদ্ধি করে ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে কৃষি ভর্তুকি এবং বিশেষ কৃষি সহায়তা বাবদ বর্তমান বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।
- কৃষিজাত পণ্য, শাকসব্জী ও ফলমূল রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।
- রবি শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।
- কৃষকদেরকে মাত্র ৮ শতাংশ সুদে ঋণ প্রদানের জন্য কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ শতাংশ সুদে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থায়ন করবে।

মৎস্য ও পশু সম্পদ

মাননীয় স্পীকার,

৩৪। মৎস্য ও পশু সম্পদ খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ৫৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় পশু চিকিৎসার সরঞ্জাম ও ঔষধ ক্রয়, পশু ও হাঁস মুরগীর খাদ্য, টীকা উৎপাদন, মৎস্য ও পশু সম্পদ গবেষণা- ইত্যাদি খাতের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, পাহাড়ী জলাশয়ে মৎস্য চাষ, মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য গবাদিপশু উন্নয়ন, ইউনিয়ন পর্যায়ে পশু সম্পদ সেবা সম্প্রসারণসহ মোট ৩০টি প্রকল্প আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।

পানি সম্পদ

জনাব স্পীকার,

৩৫। পানি খাতে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দেশের পানি সম্পদ খাতের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিরসন করে অধিকহারে খাদ্য উৎপাদন, দেশের বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে ফসল রক্ষা, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১১৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পল্লী উন্নয়ন

জনাব স্পীকার,

৩৬। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ৪৯০২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় ৩৩৬ কোটি টাকা বেশী। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৫৫০০ কিলোমিটার মাটির রাস্তা, ২২০টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। দেশের দারিদ্রপীড়িত চর এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও মঙ্গাকালীন সময়ে উক্ত অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের ৫ (পাঁচ)টি জেলায় মোট ৪৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চর জীবিকায়ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের ৬৫ হাজার ভূমিহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য জমি, বাসস্থান, ঋণ সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত আবাসন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। গ্রামের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার,

৩৭। পল্লী অঞ্চলের দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্যাভাবসহ সার্বিক দুর্দশা লাঘবে প্রত্যক্ষ দারিদ্র নিরসনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ দারিদ্র নিরসনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি আগামী অর্থ বছরে আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমার প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

- **বয়স্ক ভাতা:** আগামী ১লা জুলাই থেকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৬৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যাও আরো ২ লক্ষ বৃদ্ধি করে ১২ লক্ষে উন্নীত করা। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছরে এই কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ১৫ হাজার এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল মাত্র ১০০ টাকা।
- **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি:** আগামী ১লা জুলাই থেকে এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৬৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যাও আরো ১ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৬ লক্ষে উন্নীত করা। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছরে এই কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮ হাজার এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল মাত্র ১০০ টাকা।
- **অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম:** আগামী ১লা জুলাই থেকে এই কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা আরো ১০ হাজার বৃদ্ধি করে ৬০ হাজারে উন্নীত করা;
- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল:** বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এই তহবিলে ইতিপূর্বে ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এই তহবিলের জন্য আরো ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা;
- **এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল:** এই তহবিলে ইতিপূর্বে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এই তহবিলের জন্য আরো ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা;
- **বাস্তুহারাদের জন্য গৃহায়ণ তহবিল:** এই তহবিলে ইতিপূর্বে ৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এই তহবিলের জন্য আরো ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান;
- **ভিজিডি:** ১ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ১ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ২ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **ভিজিএফ:** ১৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ৯৫ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ১ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি:** ১ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ২ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (নগদ অর্থে):** ১২২ কোটি টাকা থেকে সংশোধিত বাজেটে ১৪০ কোটি টাকা এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ১৬৮ কোটি টাকায় উন্নীত করা;

- **টেস্ট রিলিফ:** ১ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **জি আর:** ৩৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ৪০ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ৬৪ হাজার মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা**র জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ প্রদান করা।

অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কর্মসূচি

জনাব স্পীকার,

৩৮। প্রত্যক্ষ দারিদ্র নিরসনমূলক এ সকল কর্মসূচি ছাড়াও আগামী অর্থ বছরে আমি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য নিম্নোক্ত ২ টি নতুন কর্মসূচি চালু করা এবং এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি:

- **স্বেচ্ছা-অবসর/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুন:** প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করে উক্ত তহবিলে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান;
- **তৈরী পোষাক শিল্পের শ্রমিক/কর্মচারীদের পুন:** প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান।

মাননীয় স্পীকার,

৩৯। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, বন্ধ চট্টগ্রাম ষ্টীল মিলের ৭৪ একর জমিতে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১৫০টি শিল্প ইউনিট গড়ে তোলা হবে। এ ছাড়া আদমজী মিল এলাকায় বিসিকের মাধ্যমে শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। এর ফলে প্রায় ৯ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হবে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

জনাব স্পীকার,

৪০। **সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ:** বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থা এবং এনজিওসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে প্রথম বারের মত চলতি অর্থ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটে ৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ ছাড়া উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫২০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ জাতীয় অনেক কর্মসূচিতে এনজিওসমূহ সম্পৃক্ত রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেট হতে ক্ষুদ্রঋণ তহবিল বাবদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের অনুকূলে মোট ৩১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি:

- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুকূলে ১২০ কোটি টাকা
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা
- মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৩০ কোটি টাকা
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২৫ কোটি টাকা
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২৫ কোটি টাকা এবং
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৫ কোটি টাকা।

৪১। **পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:** কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় এবং সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পিকেএসএফ ২১৬ টি এনজিও-র মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ সুবিধাভোগীর মধ্যে ১৭০০

কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনকে এনজিওদের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২১৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪২। **এনজিও ফাউন্ডেশন:** গ্রামাঞ্চলে সামাজিক খাতসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনজিওসমূহকে এনজিও ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৫০ কোটি টাকা অর্থায়নের প্রস্তাব করছি।

৪৩। **অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ তহবিল:** অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (Hardcore Poor) মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা প্রচলিত পদ্ধতির ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম নন। এ সকল অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একটি পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে। অতি দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য একটি তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি। সরকারের পক্ষে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এনজিওদের মাধ্যমে এই তহবিল পরিচালনা করবে।

৪৪। **পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা তহবিল:** পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য একটি তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলে ৫০ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব করছি। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এনজিওদের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৪৫। **কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য সহায়তা:** কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সহায়তার জন্য গত অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। আগামী অর্থ বছরে এই তহবিলের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬। **সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল:** কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন যোগানোর নিমিত্ত এই তহবিলের জন্য আগামী অর্থ বছরে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭। **ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়ন:** ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মাত্র ৫ শতাংশ সুদে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২৫০ কোটি টাকার তহবিল যোগান দেয়া হবে।

৪৮। **কর্মসংস্থান ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মূলধন পুনর্গঠন:** কর্মসংস্থান ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক পল্লী অঞ্চলে ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে মূলধন হিসাবে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৯। আগামী অর্থ বছরের বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহের ফলে গ্রামাঞ্চলে ঋণ প্রবাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিকভাবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নারী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার,

৫০। বাংলাদেশে এখন আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক কোটি বিশ লাখেরও বেশী মহিলা ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রম বাজারে উল্লেখযোগ্য হারে নারীদের প্রবেশ ঘটছে। আঠার লক্ষাধিক নারী কেবল পোষাক শিল্পে কর্মরত রয়েছেন। রাজনীতিতেও মহিলাদের অংশ গ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ১৪ হাজারের বেশী মহিলা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সম্প্রতি আমরা জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আইন পাশ করেছি। নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

ভৌত অবকাঠামো

জ্বালানী ও বিদ্যুৎ

জনাব স্পীকার,

৫১। গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কয়েকটি কূপ খনন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং আরো কয়েকটি নতুন কূপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে উৎপাদিত গ্যাস অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহের লক্ষ্যে কয়েকটি নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতসহ মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা ৪৭১০ মেগাওয়াট। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতের সমস্যা নিরসনে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে গত দুই বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৭০৫ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া ২২১ কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং ৩২১০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি খাতে ২৬১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষমতার ১৫টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন এবং নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতে আরো ১৩৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে আগামী অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে মোট ৪৩৫১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই বরাদ্দ আগামী অর্থ বছরের মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ১৯.২ শতাংশ।

সড়ক ও রেলওয়ে

মাননীয় স্পীকার,

৫২। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়েসহ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ৪৪৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। বিগত আড়াই বছরে পদ্মা নদীর উপর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক সেতু ''লালন শাহ সেতু'' নির্মাণসহ বেশ কয়েকটি বৃহৎ সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। খুলনায় রূপসা সেতু নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করে ২০০৬-০৭ সাল নাগাদ এই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করি। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন সড়ক নির্মাণ, বিদ্যমান সড়কসমূহের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন এবং মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডসহ প্রাচ্যের দেশসমূহের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের সাথে সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলওয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে ট্র্যাক ও সেতুসমূহের পুনর্বাসন, নতুন কোচ সংগ্রহ এবং রেল ষ্টেশনসমূহের রিমডেলিং এর মাধ্যমে আধুনিকায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

টেলিযোগাযোগ

জনাব স্পীকার,

৫৩। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর টিএন্ডটি'র টেলিফোন সংযোগ সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার থেকে ৮ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে এবং এনডব্লিউডি কল চার্জ ৭২ শতাংশ ও আন্তর্জাতিক কল চার্জ ৪৬ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। টিএন্ডটি কর্তৃক ১০ লক্ষ মোবাইল ফোন সংযোগ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২০০4 সালের শেষ নাগাদ আড়াই লক্ষ মোবাইল ফোনের সংযোগ প্রদান করা হবে। গ্লোবাল ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করার লক্ষ্যে ২০০5 সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ১৩৫১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

আর্থিক খাত ও বেসরকারি বিনিয়োগ

মাননীয় স্পীকার,

৫৪। বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাসসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগ-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি তথা অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃজনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সুদের হার যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যাংক রেট শতকরা ৬ ভাগ থেকে কমিয়ে ৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। এ সকল পদক্ষেপের ফলে ইতোমধ্যে সুদের হার গড়ে শতকরা ২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। আশা করি সুদের হারের এ নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকবে।

৫৫। বর্তমান সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে ব্যাংকিং সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। খেলাপী ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান অপরিসীম। তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ যাতে সহজে ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ এবং বিনিয়োগে তাঁরা আরো উদ্বুদ্ধ হন সে লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৫৬। বিগত সরকারের শুরুতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত শেয়ার বাজারের পুনরুজ্জীনের লক্ষ্যে আমাদের সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ফলে শেয়ার বাজার ক্রমান্বয়ে সজীব হয়ে উঠছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের মোট বাজার মূলধন ছিল ৭২২০ কোটি টাকা যা সম্প্রতি প্রায় ১১৯০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এই সময়কালে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৭৬ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ। শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের জন্য কর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং এ সকল কোম্পানীর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোম্পানীর মূল্য-সংবেদনশীল তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ এবং কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষার জন্য বিশেষ নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি পদ্ধতি চালু হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের ফলে শেয়ার বাজার আরো উজ্জীবিত হবে বলে আশা করা যায়।

জন প্রশাসন, নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা

মাননীয় স্পীকার,

৫৭। বিশ্বায়নের ধারায় দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রয়োজন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম, আধুনিক, দক্ষ, সৎ, জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল এবং সম্মুখদর্শী (forward looking) একটি প্রশাসন। প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসাবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু করাসহ আমরা ইতোমধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। কর্মকর্তাগণ যাতে বিশেষায়িত প্রকৃতির কাজের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জন করে অধিকতর দক্ষতার সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করতে পারেন সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে চারটি গুচ্ছে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অতি প্রয়োজনীয় শূন্য পদসমূহ পূরণের উদ্দেশ্যে আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ২০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৫৮। আমাদের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সকল শ্রেণীর সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন-ভাতা পুন:নির্ধারণ করার লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরের শুরুতে একটি **বেতন কমিশন** গঠন করা হবে। বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা করে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন বেতন স্কেল কার্যকর করার প্রস্তাব করছি। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের চিকিৎসা ভাতা বর্তমানে অপ্রতুল। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে

সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের চিকিৎসা ভাতা এ বছরের জুলাই মাস হতে মাসিক ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৫৯। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ যাতে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন সেজন্য ২০০৪-০৫ অর্থ বছর থেকে তাঁদেরকে এক মাসের নীট পেনশনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রদানের প্রস্তাব করছি। এটা আমাদের জোট সরকারের আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ।

জনাব স্পীকার,

৬০। পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী এবং আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হচ্ছে। পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উক্ত বাহিনীর জনবল এবং সরঞ্জামাদি বৃদ্ধি করা হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৫৫০০ জনবল সম্বলিত 'র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ রাইফেলস, আনসার বাহিনী এবং বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ডের জনবল এবং সরঞ্জামাদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেট হতে প্রায় ৪৭৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে মোট ২৩৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে কেবল পুলিশ বাহিনীর জন্য চলতি অর্থ বছরের তুলনায় আগামী অর্থ বছরে ৩০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় স্পীকার,

৬১। দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৪৪১৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণ বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্তি ৫৪৬ কোটি টাকা বাদ দিয়ে আগামী অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীট ব্যয় দাঁড়াবে ৩৮৭০ কোটি টাকা।

জনাব স্পীকার,

৬২। বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করার লক্ষ্যে দ্রুত বিচার আইন কার্যকর করাসহ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আগামী অর্থ বছরের বাজেটে আপাতত: ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৬৩। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাকে যে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন সে জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে মন্ত্রিসভার সম্মানিত সহকর্মিবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী সংগঠন, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক এবং এনজিও প্রতিনিধিসহ যেসকল ব্যক্তি মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহায়তা এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জনাব স্পীকার,

৬৪। বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে অসাধারণ কর্মোদ্যম, আত্মপ্রত্যয় ও দুর্বার সাহস। সুযোগ পেলে তাঁরা নিজেদের ভাগ্য গড়তে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে। আসুন দলমত নির্বিশেষে আমরা সম্মিলিতভাবে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের সেই সুযোগ সৃষ্টি করি। গড়ে তুলি দারিদ্রমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় পর্ব

রাজস্ব কার্যক্রম

জনাব স্পীকার,

প্রথম পর্বে আমি জোট সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নীতিগত কৌশল; বিনিয়োগ, মানবসম্পদ ও অবকাঠামো উন্নয়ন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগিতা, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মহান সংসদকে অবহিত করেছি। এখন দ্বিতীয় পর্বে আমি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, পদ্ধতি ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোকপাত করব।

জনাব স্পীকার,

০২। পরিতাপের সাথে আমি এই মহান সংসদকে জানাচ্ছি, আমাদের জাতীয় উৎপাদনে কর রাজস্বের অবদান খুবই অপ্রতুল। এমনকী পাশ্ববর্তী ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায়ও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। বিশ্বে করবিমুখ একটি সত্তা হিসেবে পরিচিতি আমাদের কাম্য হতে পারে না। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আবশ্যক অর্থ যোগানোর জন্য অবশ্যই আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে। চলতি ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করাদিসহ অন্যান্য কর থেকে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৯ হাজার ৭১ কোটি টাকা। এতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭ হাজার ৭ শত ৫০ কোটি টাকা । আশা করি বছর শেষে আমাদের মোট রাজস্ব আদায় হবে ২৮ হাজার ৩ শত কোটি টাকা এবং এতে রাজস্ব বোর্ডের অবদান থাকবে ২৭ হাজার ৫০ কোটি টাকা। গত ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের তুলনায় মোট রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হবে প্রায় ১৭ শতাংশ। কেবল রাজস্ব বোর্ডের করাদি আদায়ে প্রবৃদ্ধি হবে ১৬.৬২ শতাংশ।

জনাব স্পীকার,

০৩। আন্তর্জাতিক বাজারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে দেশে ঐ সমস্ত পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য মধ্যবর্তী পদক্ষেপের মাধ্যমে আমদানি শুল্ক হ্রাস ও প্রত্যাহারসহ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের হার পুনর্বিন্যাস

করেছিলাম। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মধ্যবর্তী সময়ে করহার হ্রাস প্রক্রিয়া নীতিগতভাবে আমি মোটেই সমর্থন করি না। একান্তই অপরিহার্য না-হলে এ ধরণের পদক্ষেপ পরিহার করা উচিত। মধ্যবর্তী সময়ে শুল্ক ও করের হার পরিবর্তিত হলে রাজস্ব আহরণে বিরূপ প্রভাব পড়ে। রাজস্ব আহরণ হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক সম্পদের সংকুলান হয় না। যার ফলে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়ে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না।

জনাব স্পীকার,

০৪। ঘনঘন হরতাল, ধর্মঘট ও অবরোধ কর্মসূচি দেশ ও জাতির জন্য আত্মঘাতি। রাজস্ব আয় তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এর প্রভাব ধংসাত্মক। হরতালের মাত্রা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কেবল গত এপ্রিল ও মে মাসেই সারা দেশব্যাপী হরতাল হয়েছে ৫ দিন এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে হরতাল হয়েছে আরো ৭ দিন। হরতাল ও অবরোধের মত আত্মঘাতি কর্মকান্ডের প্রভাব দেশের জন্য যে কতটুকু ক্ষতিকর তা উপলব্ধিতে ব্যর্থতা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। এ ধরণের অবস্থা চলতে থাকলে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা এবং Millennium Development Goal এ পৌঁছার লক্ষ্য দূরূহ হয়ে পড়বে। এর নিরসন জাতির কাম্য।

জনাব স্পীকার,

০৫। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আমাদের সরকার জনগণের নিকট দায়বদ্ধ। আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সুশাসন, সামাজিক সুবিচার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করে দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদারিকরণের সাথে সংগতি রেখে একটি আধুনিক, সহনীয় ও সহজ কর-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাণিজ্য উদারিকরণ প্রক্রিয়ায় আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং বাণিজ্যবাধা (trade barriers) দূরীকরণের ফলে আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ হ্রাস পাবে। এজন্য আমাদেরকে আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে বিদ্যমান প্রশাসনকে দক্ষ, অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুনর্গঠন, বিধি-বিধানের প্রয়োগ ও প্রতিপালন সহজ ও নিশ্চিত করার জন্য সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলনসহ কর কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস করে করভিত্তির সম্প্রসারণ, কর পরিশোধ পদ্ধতি সহজকরণ, অদক্ষতা ও দুর্নীতি রোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিই হবে এ সংস্কার কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য।

জনাব স্পীকার,

০৬। গণতন্ত্রের নিরলস চর্চায় আমাদের সরকারের সংস্কারমুখি কর্মকান্ড, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে পারস্পরিক সংহতি ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করেছে। গণতান্ত্রিক রীতি ও বিশ্বাসের ধারাবাহিকতায় আমরা এ বছরও বাজেট প্রক্রিয়ায় দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠন এবং অর্থনীতিবীদসহ মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাথে একাধিক বৈঠক ও আলোচনা সভায় মত বিনিময় করেছি। তাঁদের পরামর্শ সার্বিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই আলোচনা প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে আরো নিবিড় হবে আশাকরি। এ সকল আলোচনায় উৎসারিত মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা এবং রাজস্ব সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি।

জনাব স্পীকার,

০৭। আমি এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ মহান সংসদে পেশ করছি।

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

জনাব স্পীকার,

০৮। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে আয়কর একটি প্রধান উৎস। বিশ্বায়নের ফলে সরকারী রাজস্বে আমদানি শুল্কের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য আয়করের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়কর শুধু অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগানই দেয়না, আয়ের সুষম বন্টন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণসহ সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

০৯। এজন্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে ও সহজে কর পরিশোধের অনুকূল পরিবেশ এবং একটি দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক কর প্রশাসন গড়ে তোলা আবশ্যক। ইতোমধ্যে আমরা আয়কর প্রশাসনকে সেবামুখি ও আয়কর আইনকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী সহজ ও কার্যকর করার জন্য স্বনির্ধারণ পদ্ধতির প্রসার, কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাক্ষমতা হ্রাস এবং কর খেলাপি

সংস্কৃতি রোধ করার লক্ষ্যে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আমি নীতিগতভাবে নতুন কর আরোপের পক্ষে নই। আমি বিশ্বাস করি কর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে সেবামুখি ও কার্যকর, করদাতাদের কর পরিশোধে উদ্বুদ্ধ এবং করভিত্তি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

জনাব স্পীকার,

১০। আমি এখন করভিত্তি সম্প্রসারণ, করহার সুষমকরণ, কর পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজীকরন এবং কর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সেবামুখি করার উদ্দেশ্যে আমার প্রস্তাবসমূহ আপনার মাধ্যমে মহান সংসদে উত্থাপন করছি–

ক) মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতার করভার লাঘবের জন্য করমুক্ত আয় এবং সর্বোচ্চ কর হারভূক্ত আয়ের উর্ধ্বসীমা সম্প্রসারণের জন্য রাজস্ব সংস্কার কমিশনসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও পেশাজীবী সংগঠন পরামর্শ রেখেছেন। বিষয়টি বিবেচনা করে করমুক্ত আয়সীমা ৯০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করাসহ সর্বোচ্চ হারে আয়কর আরোপের জন্য মোট আয়ের সীমা ৬ লক্ষ ৪০ হাজার থেকে ৯ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। কর হারের স্তর ও আয়ের সীমা পরিশিষ্ট-'ক' তে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ) বছরের শুরুতেই করদাতাগণকে আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং কর পরিশোধের প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগদানের জন্য প্রতি বাজেট ঘোষণার সময় পরবর্তী আয় বৎসরের জন্য প্রযোজ্য করহার ঘোষণা করার ব্যবস্থা আমি চলতি বছর থেকে প্রচলন করতে চাই। এজন্য ব্যক্তিশ্রেণী, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কোম্পানি করদাতাদের জন্য ২০০৪-২০০৫ কর বছরে প্রযোজ্য করহার ২০০৫-২০০৬ কর বছরেও বহাল রাখা।

গ) সরাসরি ও যৌথ উদ্যোগে বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রাইভেট লিঃ কোম্পানির স্টক-শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূলধনী মুনাফার উপর করের বিদ্যমান হার ১৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে হ্রাস করা।

ঘ) বর্তমানে বস্ত্র ও পাট শিল্পের ক্ষেত্রে আয়কর হার যথাক্রমে ২০ ও ৩৭.৫ শতাংশ থাকায় আয়কর নির্ধারণে বৈষম্য বিদ্যমান। এই বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে উভয় শিল্পের জন্য আয়কর হার ১৫ শতাংশ পুনঃনির্ধারণ।

ঙ) টি.আই.এন গ্রহণকারী সকল ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য যথাসময়ে আয়কর রিটার্ণ জমাদান বাধ্যতামূলক করা।

চ) জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ব্যক্তিশ্রেণীর সকল করদাতার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা।

ছ) সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও অন্যান্য বড় শহরে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট ও রেস্ট হাউজ সুবিধা সম্পন্ন ক্লাবের নীট আয়ের উপর কর আরোপের জন্য কর রিটার্ণ জমাদান এবং ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনকারীকে টি.আই.এন তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

জ) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের নিবন্ধনকালে উৎসে কর কর্তনের হার ২০০২-২০০৩ সালে ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছিল। সরকার আশা করেছিল করের হারসহ দলিল নিবন্ধনে অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করায় বাস্তবসম্মত মূল্য ঘোষণার মাধ্যমে দলিল নিবন্ধন বৃদ্ধি পাবে এবং উৎসে কর পরিশোধ বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বরং এ খাত থেকে কর আদায় হ্রাস পেয়েছে। তাই রাজস্ব আহরণের স্বার্থে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর দলিল নিবন্ধনকালে উৎসে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহের হার পুনরায় ১০ শতাংশে উন্নীত করা।

ঝ) বর্তমানে অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ও বন্ড হতে প্রাপ্ত মুনাফার উপর ২৫ শতাংশ হতে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত অগ্রিম আয়কর কর্তনের বিধান আছে। সেকেন্ডারী সিকিউরিটিজ ও বন্ড মার্কেটকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত বন্ড ও সিকিউরিটিজ এর সুদ হতে উৎসে আয়কর কর্তনের হার সকল ক্ষেত্রে ২০ শতাংশে নির্ধারণ করা।

ঞ) বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেয়া ভবনের বার্ষিক ভাড়ার ৩০ শতাংশ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন খরচ কর নির্ধারণে ব্যয় হিসাবে গ্রহণ করা।

ট) কোম্পানি করদাতাদেরকে স্বনির্ধারণী পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করতে হলে প্রতি বৎসর ১০ শতাংশ বর্ধিত আয় প্রদর্শন করতে হয়। স্বনির্ধারণী পদ্ধতি গ্রহণে কোম্পানিসমূহকে অধিক আগ্রহী করার উদ্দেশ্যে ১০ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ বেশি আয় প্রদর্শন স্বনির্ধারণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে গ্রহণ করা।

ঠ) স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণের মধ্য থেকে যে কোন রিটার্ণ অডিটের উদ্দেশ্যে বাছাই করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ক্ষমতা প্রদান করা।

জনাব স্পীকার,

১১। কর অবকাশ ও কর অব্যাহতি কর ভিত্তি সংকুচিত করে। তথাপিও শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে দীর্ঘকাল যাবত কতিপয় ক্ষেত্রে কর অবকাশ ও কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। রাজস্ব সংস্কার কমিশন কর অবকাশ ও কর অব্যাহতির বিকল্প হিসাবে শিল্প স্থাপনের সূচনায় নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হ্রাসকৃত হারে করারোপনের ধারণাটি অধিকতর যৌক্তিক ও কার্যকর বলে সুপারিশ করেছে। ২০০৫ সালে কর অবকাশ প্রদানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে। ঐ পর্যায়ে কর অবকাশ মেয়াদ না বাড়িয়ে রাজস্ব সংস্কার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে যুক্তিসংগতভাবে হ্রাসকৃত হারে কর আরোপের ব্যবস্থা প্রবর্তন আমাদের বিবেচনাধীন রয়েছে।

জনাব স্পীকার,

১২। আয়কর আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ ও কর ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ জোরদার করাসহ আইন ও বিধির কার্যকর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য এখন আমি কতিপয় প্রস্তাব মহান সংসদে উত্থাপন করছি–

ক) নির্ধারিত সময়ে আয়কর রিটার্ণ জমাদান উৎসাহিত ও বিলম্ব নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে রিটার্ণ জমাদানের জন্য জরিমানা প্রারম্ভিক ৫ শত টাকার স্থলে সর্বশেষ নিরুপিত করের ১০ শতাংশ বা সর্বনিম্ন ২ হাজার ৫ শত টাকা এবং অব্যাহত বিলম্বের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের জন্য ২ শত ৫০ টাকা নির্ধারণ করা।

খ)	করদাবী আদায় প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে কর ট্রাইবুনালে আপীল দায়ের করার প্রবণতা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে আপীল আদেশ অনুসারে ধার্যকৃত কর ও করদাতার স্বীকৃত করদায় এ দু'এর মধ্যে পার্থক্যের ১৫ শতাংশ কর পরিশোধের শর্তে কর ট্রাইবুনালে আপীল করার বিধান প্রবর্তন এবং কর কমিশনারকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে এ হার হ্রাস করার ক্ষমতা প্রদান।

গ)	বর্তমানে আয়কর আইনের বিধানগুলি কার্যকর ও প্রয়োগ করার দায়িত্ব বিভিন্ন কর অঞ্চলের কমিশনারগণের উপর অর্পিত আছে। তাঁদের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করে কর ফাঁকি উদ্ঘাটন ও দায়ী ব্যক্তিকে শাস্তি বিধানের কার্যক্রম যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয় না। তাই কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ, উৎসে কর কর্তন ও জমাদানে অনিয়ম প্রতিরোধ এবং কর পরিশোধ ও আদায় কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য কর বিভাগে একটি নতুন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ)	করদাতাগণ সমাজে সম্মানিত। জাতীয় রাজস্বে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ করদাতাদের স্বীকৃতি প্রদান সমীচীন। এ লক্ষ্যে ব্যক্তি, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এই তিন শ্রেণীর করদাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী প্রতি শ্রেণীর দশজন করদাতাকে সি.আই.পি এর মর্যাদাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

জনাব স্পীকার,

১৩।	বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর করভিত্তি সম্প্রসারণ ও করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পিত জরীপ কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ফলে চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মে পর্যন্ত ২ লক্ষ ৪০ হাজার নতুন করদাতা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ নিয়ে বর্তমানে টি.আই.এন ধারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। জরীপ কার্যক্রম এখনো অব্যাহত রাখা হয়েছে। ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ৩ লক্ষ নতুন করদাতাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।

১৪।	কর সম্পর্কিত অভিযোগ ও দাবী মীমাংসার জন্য বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে কর অম্বুডস্ম্যান (Tax Ombudsman) এর প্রবর্তন করা হয়েছে। আমি আগামি অর্থ বছরে কর অম্বুডস্ম্যান নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন ও অম্বুডস্ম্যানের কার্যক্রম শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। অচিরেই এ সম্পর্কিত আইনের বিল এ মহান সংসদে উপস্থাপন করব।

পরোক্ষ কর

আমদানি শুল্ক

জনাব স্পীকার,

১৫। এতক্ষণ আমি প্রত্যক্ষ অর্থাৎ আয়কর সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করলাম। এবার আমি পরোক্ষ করের মধ্যে অন্যতম আমদানি শুল্ক বিষয়ে আমার প্রস্তাব এ মহান সংসদে আপনার মাধ্যমে উত্থাপন করছি।

জনাব স্পীকার,

১৬। বিশ্বায়নের পরিমন্ডলে আমদানি শুল্কের উপর সরকারের রাজস্ব আহরণের নির্ভরশীলতা হ্রাস পেতে থাকলেও এখনো রাজস্বের সিংহভাগ আমদানি পর্যায়ে আরোপিত শুল্ক ও কর থেকে আদায় হয়ে থাকে। বর্তমানে আমদানি শুল্কের সাথে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) আদায় করা হয়। আমদানি পর্যায়ে কর আদায় তুলনামূলকভাবে সহজ এবং অগ্রিম আদায় করা যায় বলেই একাধিক কর এ পর্যায়ে আদায় করা হয়ে থাকে। কর পরিশোধে করদাতাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটলে এবং কর আদায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেলে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর হার এবং এর সংখ্যা হ্রাস করা ভবিষ্যতে সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

জনাব স্পীকার,

১৭। বাংলাদেশে মোট রাজস্ব আদায়ে আমদানি শুল্কের একক অবদান প্রায় ২৮ শতাংশ। আমদানি পর্যায়ে আদায়কৃত অন্যান্য কর ও শুল্কসহ এর অবদান আরো বেশি, প্রায় ৫০ শতাংশ। এই রাজস্ব আয় আরো বেশি হতে পারত যদি মোট আমদানি মূল্য প্রায় ৬০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৪০% কোনো শুল্ক-কর ছাড়া বন্ডের আওতায় না আসত। এছাড়া "শূন্য" হারে আরো ১৮% পণ্য আমদানি হওয়ায় আমদানি খাতে সম্ভাব্য রাজস্ব অনেক কম হচ্ছে। যাইহোক, বিশ্ব বাণিজ্যে মুক্তবাজারের প্রচলন হওয়ায় আমদানি শুল্কের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও এর প্রতিফলন ঘটছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসেবে আমাদেরও আমদানি শুল্কের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে হবে। আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন শুল্কহার বিদ্যমান ছিল। আমি গত দুই বাজেট উত্থাপনকালে শুল্ক স্তরের সংখ্যার আধিক্য কমিয়ে আনার বিষয়ে উল্লেখ করেছিলাম। গত বছরের বাজেট প্রস্তাবে আমি বিদ্যমান চারটি স্তরে আরোপিত আমদানি শুল্কের এবং সম্পূরক শুল্কের একাধিক স্তর ও হার হ্রাস করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম। এর

ধারাবাহিকতায় এবারে বিদ্যমান চারটি শুল্ক স্তরকে তিনটি স্তরে কমিয়ে আনাসহ সর্বোচ্চ হারও নামিয়ে আনার প্রস্তাব করছি। বিদ্যমান চারটি স্তরে শুল্কের হারগুলো হলো ৭.৫%, ১৫%, ২২.৫% এবং ৩০%। এবারে এই হারসমূহকে তিনটি স্তরে পুনর্বিন্যস্ত করে ৭.৫%, ১৫% ও ২৫% নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। অনুরূপভাবে সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কের ৭টি হার হচেছ ১৫%, ২৫%, ৩০%, ৪০%, ৫০%, ৬০% এবং ৭৫%। এই গুলোকে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আমি ১৫%, ২৫% ও ৩৫% এই তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব করছি। অবশ্য আর্থ-সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে উচ্চতর হারে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কের হার অব্যাহত রাখা ও দুয়েক ক্ষেত্রে তা কিছুটা বৃদ্ধি করারও প্রস্তাব রাখছি।

জনাব স্পীকার,

১৮। আমদানি পণ্য তালিকায় বর্তমানে মোট ৬,৭৯৯ টি বিভিন্ন ধরণের পণ্য অন্তর্ভুক্ত। প্রস্তাবিত শুল্কহার ৪টি স্তর থেকে ৩টি স্তরে পুনর্বিন্যস্ত করায় শূন্য শুল্কহারে বিদ্যমান ৫৪১টি পণ্যের স্থলে ৫১৯টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপ ৭.৫% হারে বিদ্যমান ১,৪৩১টি পণ্যের স্থলে ১,৫১০টি, ১৫% হারে ১,৩০৫টির স্থলে ১,৮৭৯টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে। ২২.৫% হার প্রত্যাহার করায় এ হারে অন্তর্ভূক্ত ১১১৭টি পণ্য নতুন তিনটি স্তরে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিদ্যমান ৩০% হারের অন্তর্গত ২,৪০৫টি পণ্যসহ প্রস্তাবিত ২৫% হারে অন্যান্য হার থেকে ৫৬৯টি পণ্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট পণ্য সংখ্যা দাঁড়াবে ২,৮৯১টি। পুনর্বিন্যস্ত তিনস্তরে পণ্যগুলোকে বিন্যস্ত করায় বর্তমান আমদানি মূল্যের ভিত্তিতে মোট রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে আনুমানিক ৩২৫ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ঘাটতি হবে প্রায় ১১০০ কোটি টাকা। এর ফলে নীট রাজস্ব ঘাটতি হবে আনুমানিক প্রায় ৭৭৫ কোটি টাকা (**পরিশিষ্ট 'খ'**)। তবে মূল্যস্ফীতি, আমদানির স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি এবং কর কাঠামো পুনর্বিন্যাসের ফলে আমদানি বৃদ্ধি থেকে রাজস্ব আয় বাড়বে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা। কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের কারণে অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া শুল্ক ও কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস, ব্যবস্থাপনার উন্নতি, কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য খালাসে গতি সঞ্চার এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণের ফলশ্রুতিতে আনুমানিক ১০২৮ কোটি টাকার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি আশা করছি। এর ফলে ২০০৪-২০০৫ সালের জন্য আমদানিখাতে রাজস্ব আয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৬,০০৮ কোটি টাকা অর্জন করা সম্ভব হবে ।

জনাব স্পীকার,

১৯। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে এর বিরূপ প্রভাব যাতে না-পড়ে তার প্রতি সরকার অত্যন্ত সজাগ। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের প্রকৃত মূল্য ৪০ মার্কিন ডলারের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও শুল্কায়ন মূল্য ১৮.৩০ মার্কিন ডলারে স্থির ও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তদুপরি, আমি সকল প্রকার জ্বালানি তেলের উপরে বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহারের এবং কেরোসিনের উপর আরোপিত ২৫% সম্পূরক শুল্ক কমিয়ে ১৫% করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে অপরিশোধিত তেল, কেরোসিন ও অন্যান্য জ্বালানি তেলের মোট করভার যথাক্রমে প্রায় ৯%, ২৫% ও ১০% হ্রাস পাবে।

২০। দেশের অর্থনীতিতে বস্ত্রখাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের সরকার এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এই ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিদ্যমান সুবিধার পাশাপাশি বস্ত্রশিল্পের জন্য আমদানিকৃত কতিপয় কাঁচামালের শুল্ক হ্রাসে এবং অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট 'খ')**।

জনাব স্পীকার,

২১। আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের কৃষি এবং হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু খামারের উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বর্তমানে দেশে হাঁস-মুরগির খামারের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এই খাতে কতিপয় মূলধনী পণ্যের কর হ্রাসের লক্ষ্যে আমি এ সমস্ত খামারের অধিকাংশ মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আরোপিত সকল শুল্ক ও কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট 'খ')**।

২২। সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম খরচে প্রত্যন্ত ও পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে আবশ্যক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফের প্রস্তাব করছি। আশা করি উদ্যোক্তারা এ সুযোগ গ্রহণ করে পল্লী অঞ্চলে সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহে অবদান রাখবেন **(পরিশিষ্ট 'খ')**।

জনাব স্পীকার,

২৩। দেশে উন্নততর চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হাসপাতাল, বিশেষ করে Referral Hospital তেমন নেই। বিদেশে জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা গ্রহণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও অনেককে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হয়। দেশে যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক থাকা সত্ত্বেও মান-সম্পন্ন হাসপাতাল না-থাকায়

উন্নততর চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। আমি তাই দেশে উন্নততর চিকিৎসা সেবার সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে Referral Hospital এর জন্য আবশ্যক চিকিৎসা ও হাসপাতাল সরঞ্জামের উপর আমদানি শুল্ক শূন্য রাখার এবং কতিপয় জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জামের উপর আরোপিত অন্যান্য কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি, উদ্যোক্তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন এবং দেশে মানসম্পন্ন ও উন্নততর চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য আধুনিক হাসপাতাল স্থাপনে এগিয়ে আসবেন।

জনাব স্পীকার,

২৪। এখন আমি আমদানিশুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক খাতে গৃহীত কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রস্তাব মহান সংসদে পেশ করছি -

ক) ভোগ্যপণ্য হিসাবে চিনির চাহিদা ব্যাপক। এ ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রি যেমন বিস্কুট, চকলেট, কোমল পানীয়, কনডেন্সড মিল্ক ইত্যাদি তৈরীর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে চিনি। এ সকল খাদ্যসামগ্রির কাঁচামাল হিসাবে চিনির সুলভ মূল্যে প্রাপ্তি ও জনসাধারণের কাছে যুক্তিসংগত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য চিনির সম্পূরক শুল্ক ৩০% থেকে ১৫% এ হ্রাস করা;

খ) মোবাইল ফোনের উপর প্রতি সেটের জন্য মূল্যভেদে শুল্ক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা ও ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা। সুলভে মোবাইল ফোন প্রাপ্তির জন্য এ শুল্ক হার মোবাইল সেটের মূল্য নির্বিশেষে ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা;

গ) বর্তমানে আমদানিকৃত কাগজের ৮০% এর শুল্কহার ৩০% ও বাকি ২০% এর শুল্কহার কিছুটা নিচে। এই হারগুলো একত্রিত করে বিভিন্ন ধরণের কাগজের উপর শুল্কহার ২৫% নির্ধারণ করা;

ঘ) প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বোচ্চ শুল্কহার হ্রাস করায় এবং সম্পূরক শুল্কহার পুনর্বিন্যাসের কারণে মোটর গাড়ি ও জীপের শুল্কহার সুষম করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ কারণে মোটর গাড়ি ও জীপের সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬৪৯ সিসি পর্যন্ত বর্তমানের ১৫% থেকে ৩০%, ১৬৫০ সিসি হতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত বর্তমানের ৪০% থেকে ৬০% এবং ৩০০০ সিসির উর্ধ্বে বর্তমানের ৭৫% থেকে ৯০% হারে সম্পূরক শুল্ক নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৫। অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরেই শুল্ক প্রশাসনে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ণের লক্ষ্যে আমি তথ্য প্রযুক্তি (IT) ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করি। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমদানি ও রপ্তানি পণ্য চালানের শুল্কায়ন ও খালাস পদ্ধতি সহজ ও দ্রুত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আমি বিগত অর্থবছরের বাজেট উত্থাপনকালে উল্লেখ করেছিলাম। ইতোমধ্যে সকল শুল্ক ভবনে আমদানি ও রপ্তানি এবং বন্ড পদ্ধতির আওতায় আমদানি ও রপ্তানি চালানের শুল্কায়ন ও খালাস কার্যক্রম UNCTAD উদ্ভাবিত Automated System for Customs Data (ASYCUDA) পদ্ধতির আওতায় কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এর ফলে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের পাশাপাশি বন্ডেড ওয়্যারহাউজ পদ্ধতির অপব্যবহার করে রাজস্ব ফাঁকির প্রবণতা কমেছে এবং পণ্য খালাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কম্পিউটারে সংরক্ষিত আমদানি-রপ্তানি তথ্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। এর ফলে যথাযথ ও নির্ভুল তথ্য সংরক্ষণ ও বিনিময় সম্ভব হবে।

মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক

জনাব স্পীকার,

২৬। মূল্য সংযোজন কর ব্যাবস্থা ১৯৯১ সালে প্রবর্তন করা হয়। শুরুতে কেবল আমদানি এবং উৎপাদন পর্যায়েই এটি সীমিত ছিল। পর্যায়ক্রমে সেবা, সরবরাহ এবং খুচরা বিক্রয় খাতে মূল্য সংযোজন করের আওতা বিস্তৃত করা হয়। ফলে জাতীয় রাজস্বে মূল্য সংযোজন করের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

২৭। মূল্য সংযোজন করের ব্যপ্তি আরো সম্প্রসারিত করার জন্য রাজস্ব সংস্কার কমিশন এবং বিভিন্ন সংগঠন পরামর্শ রেখেছে। তাঁদের পরামর্শ ও বাস্তবতার নিরিখে আমি মূল্য সংযোজন করের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ্যামিউজমেন্ট ও থিম পার্ক, পিকনিক স্পট, ভবন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনকারী সংস্থা, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস, চলচিত্র পরিবেশক, বাণিজ্যিক ও এ্যাপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ঢাকা ও চট্রগ্রামের অভিজাত দর্জির দোকান ইত্যাদির উপর মূল্য সংযোজন কর আরোপের প্রস্তাব করছি। দেশে কমিউনিটি সেন্টারে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং এর সাথে ভোজের

ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। একই জাতীয় অনুষ্ঠান কোন হোটেলে আয়োজন করা হলে খাবার সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক আদায় করা হয়ে থাকে কিন্তু কমিউনিটি সেন্টারে ক্ষেত্রে খাবার সরবরাহে মূসক আদায় করা হয় না। এ বৈষম্য দূর করার জন্য কমিউনিটি সেন্টারে পরিবেশিত খাবারের ক্ষেত্রেও মূল্য সংযোজন কর আরোপের প্রস্তাব করছি। যে সমস্ত সেবা ও পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আরোপের প্রস্তাব করেছি তার তালিকা **পরিশিষ্ট-'গ'** তে উল্লেখ করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

২৮। সিগারেটের উপর উচ্চহারে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত আছে। বর্তমান সরকার ধুমপান নিরুৎসাহিত করছে। একাধারে ধুমপান নিরুৎসাহিতকরণ এবং অধিক রাজস্ব আহরণের স্বার্থে সিগারেটের সম্পূরক শুল্কের হার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

২৯। শতভাগ রপ্তানিমূখি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইনসুরেন্স, শিপিং বিল এবং সি এন্ড এফ এজেন্টদের কমিশন উপর আদায়কৃত মূসক প্রত্যর্পণ করা হয়। এধরণের প্রত্যর্পণ পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এজন্য তৈরি পোশাক শিল্পসহ শতভাগ রপ্তানিমূখি শিল্পের ইনসুরেন্স, শিপিং বিল এবং সি এন্ড এফ এজেন্টের কমিশন হতে উৎসে মূসক আদায় রহিত করার প্রস্তাব করছি।

৩০। মূল্য সংযোজন কর পরিশোধে উৎসাহ প্রদানের জন্য জেলা ভিত্তিক সর্বোচ্চ কর পরিশোধকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৩১। বর্তমানে সুতা বুনন এবং বস্ত্র বয়ন শিল্প আবগারী করের আওতাভুক্ত। সুতা বুনন এবং বস্ত্র বয়ন শিল্পকে আবগারী করের আওতা থেকে প্রত্যাহার করে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রুটে এয়ার টিকেট ট্যাক্স আবগারী খাতের অন্তর্ভূক্ত করারও প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-'গ'**)।

জনাব স্পীকার,

৩২। মূল্য সংযোজন কর সুবিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে আমি কতিপয় পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে মূসক আরোপ ও অব্যহতি এবং আমদানি পর্যায়ে মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি। এছাড়া আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে কিছু পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপেরও প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবনাসমূহ **পরিশিষ্ট-'গ'** তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৩৩। পূর্বে উল্লিখিত প্রস্তাবাবলী ছাড়াও মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনকে গতিশীল, সুসংহত এবং মূসক আইন ও বিধিমালা পালন ও প্রয়োগ সহজ করার উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব অর্থ বিলে অন্তর্ভুক্ত করেছি। করদাতার জন্য কর প্রদান ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সহজ এবং কর প্রদানকারীদেরকে আরো দক্ষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আয়কর বিভাগের অনুরূপ বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৩৪। এযাবৎ আমি আয়কর, আমদানিশুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেছি এগুলো কার্যকর করার জন্য আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪, শুল্ক আইন ১৯৬৯, মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১, ভ্রমন কর আইন ২০০৩ এবং উক্ত আইন সমূহের অধীন বিধিসমূহের বিভিন্ন বিধান ও ধারা সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করতে হবে। এরই উদ্দেশ্যে আমি মহান সংসদে অর্থ বিল ২০০৪ আমার এ বক্তৃতা শেষে উপস্থান করতে যাচ্ছি। এ ছাড়াও আমার প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করার জন্য কয়েকটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে । এগুলোর একটি তালিকা আমার বক্তৃতার **পরিশিষ্ট-'ঘ'** অংশে সন্নিবেশ করেছি।

জনাব স্পীকার,

৩৫। এতক্ষণ আমি ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ, পদ্ধতি ও প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করেছি। এখন আমি এ প্রস্তাবগুলোর সার্বিক তাৎপর্য সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

৩৬। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য কর খাতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭ হাজার ৭ শত ৫০ কোটি টাকা। আগেই বলেছি, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা ও দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতি-

বহির্ভূত প্রতিকূলতা সামগ্রিক রাজস্ব আহরণে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তবুও ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের তুলনায় ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হবে প্রায় ১৭ শতাংশ। আগামি ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে কর-রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩২ হাজার ১ শত ৯০ কোটি টাকা। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে সম্ভাব্য রাজস্ব আয়ের তুলনায় ২০০৪-২০০৫ সালে প্রবৃদ্ধি হবে প্রায় ১৯ শতাংশ। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা।

জনাব স্পীকার,

৩৭। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমার এ বাজেট প্রস্তাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য নানাবিধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। আগামী অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) দেশজ সম্পদের অবদান থাকবে ৫৩ ভাগ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে আমাদের নির্বাচন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার জন্য ভবিষ্যতে দেশজ সম্পদের অবদান আরো বাড়াতে হবে। Millennium Development Goal অর্জনের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত PRSP কর্মসূচি বাস্তবায়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন ও সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষিখাতসহ শিল্পের বিকাশ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। নতুন কোনো কর আরোপ না-করে আমদানি শুল্কের সর্বোচ্চ হার হ্রাস করে করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর পদ্ধতি সহজ ও যৌক্তিকীকরণ, রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ইউনিট গঠন, রাজস্ব প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ও কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাসকরাসহ লোকবল বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে । তথ্য-প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ জোরদার করা এবং কর-ফাঁকি রোধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৩৮। চলমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে বাণিজ্য উদারীকরণ তথা শুল্ক হার হ্রাসের ফলে আমদানি খাতে রাজস্ব আয় হ্রাসের সম্ভাবনা থাকলেও আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর , সম্পূরক শুল্ক ও আয়করের হারসমূহের পুনর্বিন্যাস ও যৌক্তিকীকরণ, স্বাভাবিক আমদানি প্রবৃদ্ধি, আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের আওতা সম্প্রসারণসহ সমন্বিত প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে সার্বিক রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। আমি আশাবাদী, আগামী অর্থ বছরের জন্য ৩২ হাজার ১ শত ৯০ কোটি টাকা, একটি চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য মাত্রা হলেও কর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং শুল্ক ও কর হারের যৌক্তিক পুনর্বিন্যাসের ফলে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

জনাব স্পীকার,

৩৯। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর জীবদ্দশায় একটি সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে। এই লক্ষ্যে জোট সরকার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মাঝে মতভেদ থাকলেও সকলের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি। যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি গ্রামে দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাস করে, সেই দেশের দর্শন হবে গ্রামমুখি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্রতা নিরসন। আমাদের প্রজ্ঞা, ধীশক্তি ও মেধার সমন্বয় ঘটিয়ে দলমত নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত চিত্তে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক নেতিবাচক কর্মকান্ড, অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করে উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যক্তি-স্বার্থ ও ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক সুবিধার উর্ধ্বে থেকে সততা, ত্যাগ, পরিশ্রম আর সুস্থ রাজনীতির মাধ্যমে একটি আধুনিক সম্ভবনাময় বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। আসুন আমরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে দেশের আপামর জনসাধারণের জীবন ও মান উন্নয়নে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

আল্লাহ্ হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

পরিশিষ্ট - 'ক'

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার করহার

কর বৎসর ২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(গ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -------------------------	২৫%

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যূনতম করের পরিমাণ ১,৫০০/- টাকার কম হবে না।

পরিশিষ্ট "খ"

১। রাজস্বের উপর শুল্ক হার পুণর্বিন্যাসের প্রভাব ঃ

ক্রমিক নং	বর্তমান শুল্কহার	পুনর্বিন্যস্ত হার	রাজস্ব হ্রাস/বৃদ্ধি (অংক সমূহ কোটি টাকায়)
(ক) আমদানিশুল্ক খাতে রাজস্ব হ্রাস ঃ			
০১।	৭.৫%	শূন্য	(-) ০.২৩
০২।	১৫%	৭.৫% ও শূন্য	(-) ৮.০০
০৩।	২২.৫%	১৫%, ৭.৫% ও শূন্য	(-) ৮৫.০০
০৪।	৩০%	২৫%, ১৫% ও ৭.৫%	(-) ১০০৭.০০
		মোট রাজস্ব প্রাপ্তি হ্রাস পাবে =	**(-) ১১০০.২৩**
(খ) আমদানিশুল্ক খাতে রাজস্ব বৃদ্ধি ঃ			
০১।	শূন্য	৭.৫%, ১৫% ও ২৫%	(+) ২৫.০০
০২।	৭.৫%	১৫% ও ২৫%	(+) ৪০.০০
০৩।	১৫%	২৫%	(+) ৭০.০০
০৪।	২২.৫%	২৫%	(+) ৩৫.০০
		মোট রাজস্ব প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাবে =	**(+) ১৭০.০০**
(গ) মূল্য সংযোজন কর খাতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত রাজস্ব ঃ			**(+) ১৫৫.২৩**
(ঘ) মোট রাজস্ব ক্ষতি ঃ			**(-) ৭৭৫.০০**

পরিশিষ্ট "খ"

২। বস্ত্রখাতের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ এবং রং রসায়ন এর জন্য সুবিধা প্রদত্ত পণ্যের তালিকাঃ

(ক) যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ হিসাবে আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফকৃত পণ্যের তালিকা ঃ

H.S. Code	Description
(1)	(2)
3926.90.90	Apron
3926.90.90	Spindle Tape
4010.31.00	Endless Belt
4010.39.10	Round Belt
4822.90.00 3923.40.10	Bobbins
7307.99.00	Planted Bends
7307.99.00	Clamps
7326.90.30	Steel Bobbins
7326.90.90	Resilient Mounting
8482.30.00	Cam Roller
8448.11.00	Dobbies and Jacquards
8448.11.00	Card Reducing Machine
8448.11.00	Copying Machine
8448.11.00	Punching Machine
8448.20.00	Module
8448.31.00	Card Clothing
8448.33.90	Spindles
8448.33.90	Spindles Flyers
8448.33.90	Ring Travellers
8448.33.90	Spinning ring
8448.33.10	Drafting Zone for ring frames
8448.41.00	Shuttles
8448.42.10	Wire Healds
8448.42.10	Reeds for looms
8448.42.90	Healds
8483.40.20	Pinion gear
8501.40.00	Ac Motor (750 w)
8501.51.00	Ac Motor (750 w)
8483.40.20	Gear
8414.90.90	Compressor Spares
8483.20.10	Bearing housing, incorporating ball or roller bearing or not
8482.40.00	Needle Roller Bearing
8534.00.00	Printed Circuit
8534.00.00	Speed Frame Card (PCB)

(খ) ৭.৫% এর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক মওকুফকৃত রং রসায়ন জাতীয় পণ্যের তালিকা ঃ

H.S. Code	Description
(1)	(2)
1108.11.00	Wheat Starch

পরিশিষ্ট-'খ'

H.S. Code	Description
(1)	(2)
1108.12.00	Maize (Corn) Starch
1108.13.00	Potato Starch
1108.14.00	Manioc Starch
1108.19.00	Other Starch
1903.00.00	Tapioca
2806.10.00	Hydrochloric Acid
2823.00.00	Titanium Oxide
2829.11.00	Sodium Chlorates
2830.10.00	Sodium Sulphides
2831.10.00	Sodium Dithionites
2832.20.00	Sodium Hydro Sulphides
2833.11.00	Glucbar Salt
2833.29.00	Ferrous Sulphate
2834.10.00	Sodium Nitrites
2836.20.00	Disodium Carbonate
2836.30.00	Sodium Bicarbonate
2847.00.00	Hydrogen Peroxide
2904.90.00	Resist Salt
2915.11.00	Formic Acid
2915.22.00	Sodium acetates
2918.14.00	Citric acid
3204.11.00	Disperse Dye
3204.14.00	Direct Dyes
3204.15.00	Vat Dye
3204.16.00	Reactive Dye
3204.17.00	Pigment Dye
3204.20.00	Fluorescent Brightening
3204.19.00	Salveso
3402.11.00	Anionic
3402.13.00	Non-Ionic Organic Surface Active Agent
3402.90.90	Surface Active Preparation
3403.11.00	Preparation for the treatment of textile materials
3404.90.90	Artificial Wax
3505.10.10	Dextrin's And Amylopectin
3505.10.20	Other Modified Starches
3507.90.00	Enzymes (other)
3906.90.00	Acrylic Polymers
3912.31.00	Carboxymethylcellulose
3913.90.10	Sodium alginate
2504.10.00	Graphite (Black) Powder

৩। পোল্ট্রী শিল্পের জন্য আমদানি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির তালিকা ঃ

Serial No.	Description	H. S. Code	Goods required
(১)	(২)	(৩)	(৪)
01.	Chain feeding system		
		7315.89.00	-Breeder feeder chain
		8485.90.00	-Power drive unit for chain feeding
		8483.40.20	-Gearbox

পরিশিষ্ট-'খ'

Serial No.	Description	H. S. Code	Goods required
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		7307.99.00	-Coupler
		8428.39.00	-Unloaded
		7310.21.90	-Hoppers, hopper extension package
		7326.90.90	-Feeder trough
		7314.49.00	-Feeder grill for male restriction
		7216.69.00	-90-DEG Corner
		7307.99.00	-Trough Coupler
		8205.59.00	-Chain tool
		7326.90.90	-Leg stands
		8425.39.00	-Winch system
02.	Automatic pan feeding system		
		7310.21.90	-Feed hopper
		8548.90.00	-Power drive unit with motor and gear reducer
		8537.10.90	-Control panel
		3926.90.90	-Feed tube with slots
		3926.90.90	-Plastic Pan feeder with grill
		7326.90.90	-Steel flexible auger
		8425.39.00	-Winching system
		3926.90.90	-Set of hanging accessories
03.	Rooster feeder/male feeding system		
		7326.90.90	-Grilled feed control unit
		7310.21.90	-Feed hopper
		3926.90.90	-Rooster Feeder Assembly Box
		3926.90.90	-Griled feed tube
		3926.90.90	-Scissor hanger kit
		7326.90.90	-Flexible auger for feedlines
		8548.90.00	-Power drive unit
		8544.19.20	-Cable
		8483.50.00	-Nylon split strap pulley/pulley with eyebolt
		7312.90.00	-Hook lagged thread
		8424.90.00	-Cable adjuster for winch drop
		8425.39.00	-Winch system
04.	Feed silos		
		7310.21.90	- Feed silos
		3917.23.90	-Bent PVC tube/PVC tube
		3926.90.90	-PVC end drop
		7326.90.90	-Flexible auger
		8548.90.00	-Drive unit with motor
		9032.89.00	-Control box for drive unit
05.	Nipple Drinking system		
		7307.99.00	-Nipple assembly
		7306.90.20	-Nipple Pipes
		7306.90.20	-Support Pipe
		9032.89.00	-Regulator
		8485.90.00	-End kit assembly
		8485.90.00	-Suspension pack
		8425.39.00	-Winch system
		8421.39.90	-Filter & filter medicator manifold
		8485.90.00	-Medicator
		7326.90.90	-House fitting kit
		9028.20.00	-Water meter
		9028.20.00	-Water pressure meter
		8204.12.00	-Nipple wrench

পরিশিষ্ট-‘খ’

Serial No.	Description	H. S. Code	Goods required
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		8414.90.10	-Air vent assembly
		8421.39.90	-Filter cartridge
		8307.90.00	-Hose pipe
06.	Automatic bell drinkers with manual or power winch		
		8421.39.90	-Filters, medicators
07.	Ventilation system (tunnel ventilation with evaporative cooling pads)		
		8414.51.90	-Fan with bousing
		8415.90.00	-Shulter
		8414.90.10	-Belt drive fan motor with accessory packages
		9032.89.00	-Multi-stage control
		9032.10.00	-Thermostat, sensors
		8536.49.00	-Relay panel
		8531.80.00	-Alam-high/low temperature
		3926.90.00	-Non-breathing curtain, black and/or white
		8544.19.22	-Galvanized cable
		5607.10.19	-Polyester cord
		8548.90.00	-Swedged conduit
		8483.50.00	-Pulleys
		7308.90.00	-Clamps
		7318.15.00	-Lag thread eyebolt
		8431.10.00	-Winch kits
		3926.90.90	-Curtain drop
		8423.90.00	-Counter weight
		8483.50.00	-Pulley assembly/Cast iron pulley with needle
		8415.90.00	-Evaporative base kit
		8418.61.90	-Recirculating cooling systems
		8418.99.00	-Evaporative cooling pab/evaporative cooling pump/Recirculating sump system/Wrrp around cooling kit
08.	Poultry slats		
		3926.90.90	-Poultry plastic slats
		7326.90.90	-Slat supports made of steel, plastic, or wood
09.	Poultry cages		
		8485.90.00	-Litter removing system
10.	Poultry Nests		
		3923.10.00	-Nest boxes
		3921.19.00	-Plastic nest bottoms
		3926.90.90	-Nest pads
		3923.90.10	-Automatic egg collection system
11.	Poultry ceiling sheet		
		3921.19.00	-HDPE sheet
		7607.20.00	-Aluminium foil sadwich sheet
		3921.90.90	-Bubble sheet

পরিশিষ্ট-'খ'

৪। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের জন্য শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর মওকুফকৃত পণ্যের তালিকা ঃ

H.S. Code	Description
(1)	(2)
3506.99.00	RTV Seelant
3926.90.90	Junction box
3926.90.90	Tedlar
7007.19.00	Glass Cover Of Solar Panels, Size 421 mm x 977 mm x 3 mm
7020.00.00	Glass Washers (Glass Cover of Solar Cell Module)
8422.40.00	Laminating Machine for Inter-connected Solar Cell Lamination
8428.90.00	Vacuum pick-up machine
8484.90.00	Edge gasket
8468.80.00	Solar Cell Stringer
৮৫৪১.৪০.০০	Photovoltic Cell
8544.59.20	Inter Connect Ribbon For Inter-connecting Solar Cells
9030.39.00 9030.89.00	Sun Simulator
9030.89.00 9031.80.00	Module testing machine

পরিশিষ্ট 'গ'

১।　যে সমস্ত নতুন পণ্য ও সেবা খাত মূসকের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে তার তালিকা-

(১)　উৎপাদন পর্যায়ে প্রেসার কুকার।
(২)　আমদানী পর্যায়ে এল,পি গ্যাস সিলিন্ডার।
(৩)　কমিউনিটি সেন্টারে খাদ্য পরিবেশন ।
(৪)　আমদানী পর্যায়ে হট রোল কয়েল (HR Coil)।
(৫)　আমদানী পর্যায়ে নারিকেলের কোপরা ।
(৬)　আমদানী পর্যায়ে র' সিল্ক ।
(৭)　**নিম্নবর্ণিত সেবার ক্ষেত্রে যথাঃ-**

১. শ্যূটিং স্পট, এ্যামিউজমেন্ট পার্ক-থিম পার্ক, ঐতিহাসিক স্থান, পিকনিক স্পট, পর্যটন স্থান বা স্থাপনা
২. ভবন, মেঝে ও অংগন পরিষ্কার বা রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থা
৩. লীজ ফাইন্যান্সিং বা অর্থলগ্নী বা ঋণদান প্রতিষ্ঠান
৪. এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস
৫. চলচ্চিত্র পরিবেশক
৬. লটারীর টিকিট বিক্রয়কারী
৭. ঢাকা ও চট্টগ্রামের অভিজাত দর্জির দোকান
৮. বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ সংস্থা

২।　যে সমস্ত পণ্য ও সেবা খাত হতে মূসক অব্যাহতির প্রস্তাব করা হয়েছে-

(১)　বিদেশ থেকে প্রত্যাবাসিত ইনডেন্টিং কমিশন ।
(২)　গম ভাঙানো চাকতি ।

পরিশিষ্ট 'গ'

৩। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য অবলোপন বা আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে :

(১) স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ড রোল কয়েলের(CR Coil) ট্যারিফ মূল্য অবলোপন পূর্বক স্বাভাবিক মূল্যের উপর মূসক আরোপ।

(২) প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাত কৃষিভিত্তিক পণ্য; ফ্রুট পাল্প ও পেস্ট, প্যাকেটজাত গুড়া মসলা, ফ্লেভারড মিল্ক, ইয়োগার্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূসক নির্ণয়ের জন্য ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ।

(৩) বিলেট তৈরীতে ব্যবহৃত Ferro-manganese, Ferro-silicon এবং Silico-manganese এর উপর ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ।

৪। যে সমস্ত পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক হার হ্রাস/বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে-

(১) দেশে উৎপাদিত সিরামিক টাইলস এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ২০% থেকে ৫% এ নির্ধারণ।

(২) সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক হারের নিম্নোক্তভাবে পূনর্বিন্যাসঃ

	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
ক) চার টাকা হতে চার টাকা নিরানব্বই পয়সা পর্যন্ত	৩৫%	৩২%
খ) পাঁচ টাকা হতে নয় টাকা নিরানব্বই পয়সা পর্যন্ত	৫০%	৫২%
গ) দশ টাকা হতে উনিশ টাকা নিরানব্বই পয়সা পর্যন্ত	৫৫%	৫৫%
ঘ) বিশ টাকা ও ততোধিক	৫৫%	৫৭%

৫। যে সমস্ত সেবা বা পণ্যের ক্ষেত্রে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যর্পণের প্রস্তাবনা করা হয়েছে-

(১) শতভাগ রপ্তানিমূখি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বীমা, শিপিং এজেন্ট ও সিএন্ডএফ এজেন্টের কমিশনের বিপরীতে আদায়যোগ্য মূসক উৎসে প্রত্যাহার।

(২) গ্যাস, বিদ্যুৎ ও বীমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত উপকরণ করের ৮০% প্রত্যর্পণ।

(৩) স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূসক আরোপ।

পরিশিষ্ট-'ঘ'

(ক) ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের বাজেটে জারিকৃত আয়কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন/ এস,আর,ও সমূহের তালিকা ঃ

১। বাংলাদেশের নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরের উদ্ভূত প্রচলিত আইনে আনিত আয়কে আয়কর অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।

২। বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন বাংলাদেশে নিবাসী করদাতার বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ভূত প্রচলিত আইনে আনিত আয়কে আয়কর অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।

৩। পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের আয়কে ১লা জুলাই ২০০৪ থেকে ৩০শে জুন ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালের জন্য হ্রাসকৃত ১৫% হারে করারোপনের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।

৪। বস্ত্র উৎপাদনে জড়িত কোম্পানির আয়কে ১লা জুলাই ২০০৪ থেকে ৩০শে জুন ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালের জন্য হ্রাসকৃত ১৫% হারে করারোপনের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ।

৫। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর হতে প্রাপ্ত মুলধনী মুনাফার উপর হ্রাসকৃত ১০% হারে করারোপনের সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ।

৬। আয়কর বিধিমালার আনুসঙ্গিক পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।

(খ) ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের বাজেটে জারিকৃত আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন/ এস,আর,ও সমূহের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	এস,আর,ও নং	তারিখ
(i)	এস,আর,ও নং ১৫১-আইন/২০০৪/২০৪৩/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(ii)	এস,আর,ও নং ১৫২-আইন/২০০৪/২০৪৪/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(iii)	এস,আর,ও নং ১৫৩-আইন/২০০৪/২০৪৫/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(iv)	এস,আর,ও নং ১৫৪-আইন/২০০৪/২০৪৬/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(v)	এস,আর,ও নং ১৫৫-আইন/২০০৪/২০৪৭/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(vi)	এস,আর,ও নং ১৫৬-আইন/২০০৪/২০৪৮/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(vii)	এস,আর,ও নং ১৫৭-আইন/২০০৪/২০৪৯/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(viii)	এস,আর,ও নং ১৫৮-আইন/২০০৪/২০৫০/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(ix)	এস,আর,ও নং ১৫৯-আইন/২০০৪/২০৫১/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(x)	এস,আর,ও নং ১৬০-আইন/২০০৪/২০৫২/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং
(xi)	এস,আর,ও নং ১৬১-আইন/২০০৪/২০৫৩/শুল্ক	তারিখ ঃ ১০/০৬/২০০৪ ইং

পরিশিষ্ট-‘ঘ’

(গ) ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের বাজেটে জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন/ এস,আর,ও সমূহের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	প্রজ্ঞাপন নম্বর
১।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৬২-আইন/২০০৪/৪০৮-মূসক
২।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৬৩- আইন/২০০৪/৪০৯-মূসক
৩।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৬৪-আইন/২০০৪/৪১০-মূসক
৪।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৬৫-আইন/২০০৪/৪১১-মূসক
৫।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৬৬- আইন/২০০৪/৪১২-মূসক
৬।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৬৭-আইন/২০০৪/৪১৩-মূসক
৭।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৬৮-আইন/২০০৪/৪১৪-মূসক
৮।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৬৯- আইন/২০০৪/৪১৫-মূসক
৯।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭০-আইন/২০০৪/৪১৬-মূসক
১০।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭১-আইন/২০০৪/৪১৭-মূসক
১১।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭২-আইন/২০০৪/৪১৮-মূসক
১২।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭৩- আইন/২০০৪/৪১৯-মূসক
১৩।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭৪- আইন/২০০৪/৪২০-মূসক
১৪।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭৫- আইন/২০০৪/৪২১-মূসক
১৫।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭৬-আইন/২০০৪/৪২২-মূসক
১৬।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭৭- আইন/২০০৪/৪২৩-মূসক
১৭।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭৮- আইন/২০০৪/৪২৪-মূসক
১৮।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৭৯- আইন/২০০৪/৪২৫-মূসক
১৯।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৮০-আইন/২০০৪/৪২৬-মূসক
২০।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৮১- আইন/২০০৪/২৯৯-আবগারী
২১।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৮২- আইন/২০০৪/৩০০-আবগারী
২২।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং ১৮৩- আইন/২০০৪/৩০১-এটিটি
২৩।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৮৪- আইন/২০০৪/৩০২-এটিটি
২৪।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ১৮৫- আইন/২০০৪/৩০৩-এটিটি